দৈনিক ইত্তেফাক

18 JAN 1995

১৭-১-৯২

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বকশী বাজার, ঢাকা

নং-পরী/আ,ফা,কা/৪২৪৫/৫০০০/গ-৩৭

তারিখ- ১৬-৩-৯৮বাং / ৩১-১২-৯১ইং

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯২ইং সনের আলিম, ফাযিল ও কামিল সকল বিভাগের পরীক্ষা আগামী ২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯৯২ইং তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

১৯৯১ইং সনের আলিম, ফাযিল এবং কামিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থিগণ যে মাদ্রাসা হইতে আলিম, ফাযিল এবং কামিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে কেবলমাত্র সেই মাদ্রাসার মাধ্যমেই পরীক্ষার ফরম দাখিল করিতে পারিবে।

সকল জামাতের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফরম ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ২১-১-১৯৯২ইং হইতে ৩০-১-১৯৯২ইং তারিখ পর্যন্ত অত্র অফিস হইতে বিতরণ করা হইবে। পরীক্ষার্থীদের রেজিঃ নং উল্লেখ করতঃ একটি তালিকাসহ ফরম ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র উক্ত তারিখের মধ্যেই অত্র অফিস হইতে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যে কোন মাদ্রাসার কর্মরত শিক্ষক/অধ্যক্ষ অপর কোন মাদ্রাসা প্রধানের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র বোর্ড হইতে উক্ত মাদ্রাসার জন্য পরীক্ষার ফরম ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ফী ও ফরম জমা দেওয়ার তারিখ

বিলম্ব ফী ব্যতীত পরীক্ষার ফরম ও ফী আগামী ৮-২-১৯৯২ইং হইতে ২৪-২-১৯৯২ইং তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। বিলম্ব ফীসহ সকল বিভাগের ফরম ও ফী ২-৩-১৯৯২ইং তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। এই সময় আর বর্ধিত করা হইবে না।

পরীক্ষার ফী-এর হার নিম্নরূপঃ-

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার ফী প্রতি পত্র	ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষার ফী প্রতি পত্র	মার্কশীট ফী প্রতি পরীক্ষার্থী	রিটেনশন (আর,পি) ফী অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের বেলায়	বিলম্ব ফী প্রতি পরীক্ষার্থী	বিঃদ্রঃ আলিম পরীক্ষায় কেহ অতিরিক্ত বিষয় নিতে চাহিলে তাহাকে আবশ্যিক বিষয়ের প্রতি পত্রে সমান ফী প্রদান করিতে হইবে
আলিম (সাধারণ/ বিজ্ঞান/ মুজাব্বিদ-ই-মাহির)।	১৭/৫০	২০/=	১৬/=	৬০/=	১০০/=	
ফাজিল (সাধারণ/ মুজাব্বিদ)।	১৮/৫০	৪০/=	১৮/=	৭০/=	১০০/=	
কামিল (হাদিস/ তাফসীর/ ফিকাহ/ আদব)।	২০/৫০	প্রতি পরীক্ষার্থী ৮০/=	২৫/=	৮০/=	১০০/=	

ব্যাংক ড্রাফট করার নিয়মাবলী

পরীক্ষা সংক্রান্ত দেয় যাবতীয় অর্থ রেজিষ্টার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর অনুকূলে ও সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা শাখায় আদায়যোগ্য সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখা হইতে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে। ব্যাংক ড্রাফটের অপর পৃষ্ঠায় সীলমোহরসহ মাদ্রাসা প্রধানের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে।

প্রত্যেক শ্রেণী ও গ্রুপের জন্য অবশ্যই পৃথক পৃথকভাবে ব্যাংক ড্রাফট, বিবরণী ফরম এবং পরীক্ষার ফরম একবারেই জমা দিতে হইবে। এন্ট্রি ফরম ও বিবরণী ফরমে মাদ্রাসা প্রধান ছাড়া অন্য কাহারও স্বাক্ষর করা চলিবে না। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শুধু ব্যাংক ড্রাফট করিলেই চলিবে না, নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই ব্যাংক ড্রাফটসহ ফরম বোর্ডে হাতে হাতে জমা দিতে হইবে। অন্যথায় ফরম গ্রহণযোগ্য হইবে না।

পরীক্ষার ফরম জমা দেওয়ার নিয়মাবলী

পরীক্ষার ফরম ও প্রয়োজনীয় ব্যাংক ড্রাফট একই সঙ্গে অত্র বোর্ডের হিসাব শাখায় হাতে হাতে জমা দিতে হইবে। ব্যাংক ড্রাফট বা এই সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠান যাইবে না। আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার জন্য সদ্য তোলা ও মাদ্রাসার প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের টুপি সম্বলিত ছবি পরীক্ষার ফরমে যথাস্থানে ষ্টেপলার পিন দ্বারা ভালভাবে আটকাইয়া দিতে হইবে।

ছবি ব্যতীত কোন ফরম গ্রহণ করা হইবে না। উল্লেখ্য যে, এবষ্ট্রাক্ট ফরমের ক্রমিক নম্বরের সাথে মিল রাখিয়া পরীক্ষার ফরম সাজাইয়া দাখিল করিতে হইবে। সকল জামাতের মনোনয়ন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফী, পরীক্ষার ফরম ও এবষ্ট্রাক্ট ফরম আলাদা আলাদাভাবে দাখিল করিতে হইবে। মানোন্নয়ন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফরমের উপরিভাগে মানোন্নয়ন/প্রাইভেট কথাটি লিখিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম করিলে পরবর্তীতে কোন প্রকার অসুবিধার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণের নিয়মাবলী

বিজ্ঞান বিভাগের কোন পরীক্ষার্থী প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না এবং সাধারণ বিভাগের কোন পরীক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগের কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

আলিম, ফাযিল শ্রেণীর প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থিগণকে পূর্ববর্তী পরীক্ষা পাসের তিন বৎসর পর বর্তমান পরীক্ষার সমমানের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত মাদ্রাসার মাধ্যমে গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত পূর্ববর্তী পরীক্ষা পাসের সনদ/নম্বর ফর্দের ফটোষ্ট্যাট কপি, অনুমতিপত্রের সত্যায়িত কপি এবং সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২(দুই) কপি টুপি সম্বলিত সত্যায়িত ছবিসহ পরীক্ষার ফরম দাখিল করিতে হইবে।

শিক্ষক হিসাবে ১৯৯২ইং সনের কামিল প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণেচ্ছু শিক্ষকগণকেও উপরোক্ত নিয়মে পরীক্ষার ফরম দাখিল করিতে হইবে।

যাহারা পূর্বে আলিম পাস করিয়াছে তাহারা মুজাব্বিদ-ই-মাহির (৪০০ নম্বরের) আংশিক পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রস্থিত মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

কোন এক গ্রুপে কামিল পরীক্ষা পাস করার পর যেকোন পরীক্ষার্থী ২ (দুই) বৎসর পর অন্য গ্রুপের নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

বোর্ডের যেকোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থিগণ পরবর্তী বৎসর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে চাহিলে ফী-এর তালিকায় বর্ণিত হারে তাহাকে রিটেনশন (অনিয়মিত/আর,পি) ফী প্রদান করিতে হইবে এবং কালি দ্বারা বড় অক্ষরে অনিয়মিত/আর, পি উল্লেখ করিতে হইবে। পরীক্ষার্থীর পূর্ববর্তী অকৃতকার্য পরীক্ষার প্রবেশপত্রের সত্যায়িত কপি অবশ্যই ফরমের সঙ্গে সংযোজন করিতে হইবে।

মানোন্নয়ন পরীক্ষায় আংশগ্রহণের নিয়মাবলী

আলিম ও ফাযিল মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থিগণ ১৯৯১ইং সনের পরীক্ষায় যে মাদ্রাসা হইতে অংশগ্রহণ করিয়াছে কেবলমাত্র সেই মাদ্রাসার মাধ্যমেই ১৯৯২ইং সনের আলিম ও ফাযিল মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

কামিল মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থিগণ পূর্বে যে মাদ্রাসা হইতে কামিল পাস করিয়াছে সেই মাদ্রাসা হইতেই একবার মাত্র মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। পরীক্ষার ফরমের সঙ্গে অনুমতিপত্রে ফটোকপি পূর্ববর্তী পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্রের ফটোকপি এবং নম্বর ফর্দের সত্যায়িত ফটোষ্ট্যাট কপি অবশ্যই সংযোজন করিতে হইবে। অসম্পূর্ণ ফরম সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রাইভেট ও মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফী-এর হার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফীসের হারের অনুরূপ।

(মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৫০০৬৫৪।

বিঃদ্রঃ অত্র বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক/টেবুলেটর নিযুক্ত হইতে আগ্রহী শিক্ষকগণকে (নতুন এবং পুরাতন) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতি বছর আবেদন করিতে হইবে। অন্যথায় নিয়োগপত্র দেওয়া হইবে না।

ডিএফপি (স)- ১৬২৬৭-২/১
সং-২১৪ (১২×৩)